তারিখ ... 07 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ....৬. ......

সংবাদ

কিশোরগঞ্জে প্রতিবন্ধী স্কুলের নামে রমরমা বাণিজ্য

প্রতিনিধি, নীলফামারী

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার বাহাগিলী ইউনিয়নে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নামে একটি মহল ব্যবসায় নেমেছে। এ ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তিনটি বিদ্যালয়। এর মধ্যে একটি বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠদান, মানসম্মত শিক্ষা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো থাকলেও অপর দু'টি বিদ্যালয়ে ঢেউ টিনের দোচালা ঘর থাকলেও নেই বেঞ্চ ও শিক্ষার্থী। ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে দৃষ্টিনন্দন সাইন বোর্ড। এই বিদ্যালয় দু'টিতে ২৬জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে লাখ লাখ টাকা। গত বুধবার সরেজমিনে গিয়ে এলাকার বিভিন্নজনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, নিতাই ডাঙ্গাপাড়া মাহবুবিয়া দাখিল মাদ্রার সুপার আব্দুল জলিল ডাঙ্গারহাটে প্রতিষ্ঠা করেছেন বাহাগিলি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক বিদ্যালয়। আব্দুল জলিল তার নিজস্ব জমিতে ২০১৬সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভিতরে নেই শিক্ষার্থীদের বসার বেঞ্চ। পাঠদান করাতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের জন্য নেই চেয়ার, টেবিল ও ব্লাক বোর্ড। নিয়োগ দেয়া হয়েছে ১৩ জন শিক্ষক কর্মচারী। শ্রেণী কক্ষের ভিতরে গজিয়েছে আগাছা ও ঘাস। তবে বাইরে শোভা বর্ধন করছে দৃষ্টিনন্দন সাইন বোড। উঠানো হয়না জাতীয় পতাকা।

সরকার পাড়ায় জনৈক শাহীন উদ্দীন বাহাগিলি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যায়টি প্রতিষ্ঠা করেছেন ২০১৭ সালে। ছয় নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য মশিয়ার রহমানের দান করা জমিতে এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিদ্যালয়ে গিয়ে পাওয়া যায়নি কোন শিক্ষক-শিক্ষার্থী। তবে বিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে মোতালেব হোসেন নামে একজন শিক্ষকের দেখা পাওয়া যায়। তার বিদ্যালয়ের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানালেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহীন উদ্দীন জরুরি কাজে বাইরে অবস্থান করছেন। অন্য শিক্ষক-কর্মচারীরা বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত আছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাজিরা খাতা ও শিক্ষক হাজিরা খাতা দেখতে চাইলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন সব খাতাপত্র প্রধান শিক্ষকের হেফাজতে থাকে। পাশাপাশি বাহাগিলী আদর্শ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিষ্টিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। পাঁচটি কক্ষের টিনসেড ঘরের এ বিদ্যালয়ে রয়েছে তিনটি শ্রেণী কক্ষ। একটি কক্ষ প্রধান শিক্ষকের ও অপরটি অন্যান্য শিক্ষকদের। তিনটি শ্রেণী কক্ষে পাঠদান করানো হচ্ছে শতাধীক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের নানাভাবে বুঝিয়ে করানো হচ্ছে পাঠদান। শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে আসা যাওয়ার জন্য রয়েছে তিনটি অটো গাড়ি। টিফিনের সময় তাদেরকে দেয়া হয় স্বাস্থ্য সম্মত নাস্তা। বিনোদনের জন্য রয়েছে বিভিন্ন সামগ্রী। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করে জাতীয় সংগীত। এ ছাড়াও করানো হয় পিটি-প্যারেড। বিশেষ দিবসে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বসে মিলন মেলা। সব মিলিয়ে এক মনোরম পরিবেশে চালানো হচ্ছে এ বিদ্যালয়টি।

বাহাগিলী সরকার পাড়ার নূরুল হুদা শাহ বলেন, যারা শিক্ষার নামে প্রতিষ্ঠান বানিয়ে ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াই প্রতিবন্ধীদের সাথে প্রতারনা করছেন তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। এসব প্রতিষ্ঠাণ যারা তৈরী করেছেন তারা শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা। শিক্ষাকে এরা ব্যবসা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বাহাগিলি নয়ানখাল এলাকার এছমোতারা বেগম জানান, বাহাগিলী সরকার পাড়ায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধি ও অটিজম বিদ্যালয়টি দু'মাস আগে টিনসেড ঘড় তুলেছে। তবে এখনও ওই বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষার্থীই চোখে পড়েনি। সারাদিনে শ্রেণী কক্ষে তালা ঝুলানো থাকে; পাঠদান তাহলে হয় কখন?

এ ব্যাপারে বাহাগিলী বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহিন উদ্দীনকে না পেয়ে মুঠো ফোনে কথা বললে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, আপনাকে বিদ্যালয়ের তথ্য দিতে হবে কেন? আপনি তথ্য চাওয়ার কে? যদি কোন তথ্য দিতে হয় সেটা সরকার দেব। বাহাগিলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান শাহ্ দুলু বলেন, বাহাগিলী আদর্শ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালটিতে মনোমুগ্ধকর পরিবেশে পাঠদান চলছে। প্রতিবন্ধীরাও যে জাতীর বোঝা নয় তার একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাহাগিলী আদর্শ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়। প্রতিবন্ধীদের মন মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটাতে এবং শারীরিক গতি ফিরিয়ে আনতে নিয়মিত দুপুরে নাস্তা দেয়ার পর উন্নতমানের সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে গান ও নাচ শিখিয়ে তাদেরকে শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করানো হচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী এখন স্বাভাবিকভাবে কথা বলার চেষ্টা করছে। যাদের বাক শক্তি ছিল না তারা এখন কথা বলতে শুরু করেছে। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে নিয়মিত ভাবে প্রতি মাসে দু'বার চিকিৎসক দিয়ে সেবা দেয়া হচ্ছে। তবে অন্য দু'টি বিদ্যালয়ে নামসর্বস্ব ঘর ও সাইন বোর্ড থাকলে সেখানে হয় না কোন পাঠদান।